بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

সত্যবাদিতার আলোকে মহানবী (সা.)-এর পুণ্যময় সীরাতের এক ঈমানদীপ্ত আলোচনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৭'ই এপ্রিল, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা ইউনুস-এর ১৭-১৮নং আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং অর্থ বর্ণনা করে বলেন,"তুমি বলো, আল্লাহ্ যদি এর পরিবর্তে পৃথক কোন শিক্ষা প্রদান করতে চাইতেন তাহলে আমি এটি তোমাদের কাছে পড়ে শোনাতাম না এবং তিনিও তা সম্পর্কে তোমাদের অবগত করতেন না। নিশ্চয় এর পূর্বে আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি; তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না? অতএব, যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে প্রকাশ্য ন্যায়বিচার লঙ্ঘনকারী আর কে হতে পারে? বাস্তব সত্য হলো, অপরাধীরা কখনো সফল হয় না।" মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা চলছে। আজ তাঁর সততা ও সত্যবাদিতার বিষয়ে উল্লেখ করব।

তাঁর জীবনীতে সততা ও সত্যবাদিতার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এমনকি শত্রুরাও তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করতে বাধ্য হয়েছে। মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকেও সত্যের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আজ আমাদের প্রত্যেকেরই এই নিরিখে নিজের আত্মপর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কেননা, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি হলো এই সততার আদর্শ, যা আমাদের জন্য ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের পথকেও প্রশস্ত করে দেয়।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনচরিত পর্যালোচনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, 'মহানবী (সা.) সম্পর্কে আমরা দেখি, তাঁর শত্রুরাও এ কথা স্বীকার করেছে যে, তিনি (সা.) সাদিক (বা সত্যবাদি) এবং আমীন (তথা বিশ্বস্ত) ছিলেন আর তারা কখনো তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অপবাদ আরোপ করতে পারেনি। এমনকি ঘোর শত্রুও তাঁর সততা ও পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছে।

মক্কার কাফেরদের ওপর মহানবী (সা.)-এর কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল? তারা শুরুতে কুরআন শুনে নয়, বরং মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াত পূর্ব জীবন দেখেই প্রভাবিত হয়েছিল। তিনি তাঁদের মাঝেই বসবাস করতেন; তাঁর সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সৃষ্টির সেবা এবং আত্মত্যাগের মহিমা তাঁদের অন্তরে গভীর

রেখাপাত করেছিল। নবুওয়াতের দাবির পূর্বে তিনি (সা.) তাঁদের শিরক বা মূর্তিপূজা থেকে নিষেধ করতেন না। কেননা তখনো আল্লাহ্‌র আদেশ আসেনি, কিন্তু তিনি নিজে কখনো শিরকে লিপ্ত হননি। তাঁর চমৎকার আচার-আচরণ ও স্বভাবজাত আভিজাত্যের প্রভাব ভেতরে ভেতরে মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা, নবীয়ে আখেরুজ্জামান, সকল মুত্তাকিদের শিরোমণি (সা.)-কে নানাভাবে ঐশী সাহায়তা প্রদান করে বিজয়ী করেছেন। যদিও শুরুতে পূর্ববর্তী নবীগণ হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় তাঁকে হিজরতের বেদনা সইতে হয়েছিল, কিন্তু সেই হিজরতের মধ্যেই নিহিত ছিল ভবিষ্যৎ বিজয় ও সাফল্যের চাবিকাঠি। অতএব, হে বন্ধুগণ! নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, মুত্তাকিরা কখনো ধ্বংস হয় না। যখন দুই পক্ষ চরম শত্রুতা ও বিরোধে লিপ্ত হয়, তখন যে পক্ষ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে পরহেজগার ও মুত্তাকি হয়, উর্দ্ধলোক হতে তাঁর জন্যই সাহায্য অবতীর্ণ হয়। এভাবেই আসমানি ফয়সালার মাধ্যমে ধর্মীয় বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন: "ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম" অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর ব্যাখ্যামূলক অর্থ হলো, উত্তম নৈতিক চরিত্রের সকল বৈশিষ্ট্য ..... তোমার মাঝে একত্রিত হয়েছে। মানুষের হৃদয়ে যত প্রকার অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে, সেগুলোর সঠিক সময়ে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাথে সদ্ব্যবহার করাই হলো প্রকৃত 'উন্নত চরিত্র'।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) পৃথিবীতে সত্যের আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে দিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর অনুসারীদের সত্যের পথ অবলম্বনের জোর তাকিদ দিয়েছেন। একদা মহানবী (সা.) বলেন,

"তোমাদের ওপর সত্যবাদিতা ফরজ (অপরিহার্য), কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি যখন নিরন্তর সত্য কথা বলে এবং সর্বদা সত্যের সন্ধানে ব্রতী থাকে, তখন আল্লাহ্‌র সন্নিধানে তাঁকে 'সিদ্দিক' হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যাকে এড়িয়ে চলো, কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে ধাবিত করে আর পাপাচার নিয়ে যায় জাহান্নামের আগুনের দিকে। মানুষ যখন অনর্গল মিথ্যা বলতে থাকে, তখন সে আল্লাহ্‌র দরবারে 'কাযযাব' (চরম মিথ্যাবাদী) লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।" তিনি অপর এক স্থানে বলেন, "নিশ্চয়ই মিথ্যা বলা কোনো অবস্থাতেই সমীচীন নয়-তা গুরুত্ব দিয়ে হোক কিংবা নিছক ঠাট্টাচ্ছলে। এমনকি কেউ তার সন্তানের সাথে কোনো ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করবে-এটিও মিথ্যার অন্তর্গত।"

আল্লামা রাযী (রহ.) সূরা তওবার ১১৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলে, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে মন্দ কাজ ত্যাগ করতে চাই, কিন্তু মদ্যপান, চৌর্যবৃত্তি, ব্যভিচার এবং মিথ্যার ন্যায় গর্হিত অভ্যাসগুলো আমার মাঝে প্রবলভাবে বিদ্যমান। লোকেরা বলে আপনি নাকি এসব বিষয়কে হারাম ঘোষণা করেছেন? কিন্তু একযোগে এই সব কটি বদভ্যাস ত্যাগ করার শক্তি আমার নেই। তবে আপনি যদি আমায় কেবল একটি মন্দ কাজ বর্জনের নির্দেশ দেন, তবে আমি আপনার ওপর ঈমান আনব।"

মহানবী (সা.) উত্তর দিলেন, "ঠিক আছে, তুমি কেবল মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও।" সেই ব্যক্তি মিথ্যা বর্জনের অঙ্গীকার করল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর, মহানবী (সা.)-এর দরবার থেকে বেরিয়ে আসার পর একে একে তার সামনে সেই সব অপরাধের সুযোগ উপস্থিত হলো। কিন্তু প্রতিবারই সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলো যে, যদি আমি এই অপরাধে লিপ্ত হই এবং নবী (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তবে আমাকে অবশ্যই সত্য বলতে হবে। আর সত্য বললে আমি ধরা পড়ে যাব এবং শাস্তির সম্মুখীন হব। এভাবেই সত্যবাদিতার এক মহিমা তাকে সকল পাপাচার থেকে চিরতরে পবিত্র করে তুলল।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের দাবির সংবাদ পেলেন, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, " আপনার সম্পর্কে একটি

বিশেষ সংবাদ আমার কানে এসেছে।" রসূলুল্লাহ্ (সা.) পরম মমতাভরে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু বকর! আমার সম্পর্কে কী সংবাদ পেয়েছ?" তিনি নিবেদন করলেন, "শুনলাম আপনি নাকি মানুষকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দিকে আহ্বান করছেন এবং নিজেকে আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবে ঘোষণা করছেন?" মহানবী (সা.) উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! আমার খোদা আমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সেই দোয়ার ফসল এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত এক জ্যোতি।"

একথা শোনামাত্র হযরত আবু বকর (রা.) আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার জীবনে কোনোদিন আপনার পবিত্র মুখে একটি মিথ্যা কথা শুনিনি। আপনার আমানতদারির মাহাত্ম্য, আত্মীয়তার অটুট বন্ধন রক্ষা এবং আপনার সুমহান কর্মরাজিই প্রমাণ করে যে, আপনিই নবুওয়াতের সর্বাধিক হকদার। আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার পবিত্র হাতে বয়আত করতে চাই। তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বীয় বরকতময় হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন।

ওহী বা ঐশী বাণী অবতীর্ণ হওয়ার সূচনালগ্নে হযরত খাদিজা (রা.) মহানবী (সা.)-এর আমানত ও সততার ওপর যে ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন, তার উল্লেখ করে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) বলেন, একটু গভীর চিন্তা করে দেখুন-সেই ৫৫ বছর বয়সী মহীয়সী নারী যিনি তাঁরই স্বগোত্রীয় ও এক শহরের বাসিন্দা এবং পনেরো বছর যাবত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন, তিনি কী সাক্ষ্য দিচ্ছেন? যখন মহানবী (সা.) ওহীর গুরুভারে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত ছিলেন, তখন হযরত খাদিজা (রা.)-এর সেই অবিস্মরণীয় সাক্ষ্য আজ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় যদি সেই অনন্য গুণাবলি বিদ্যমান না থাকত, তবে তাঁর সেই কথাগুলো সংকটের সেই মুহূর্তে কখনোই এতোটা শান্তিদায়ক ও ধ্রুব সত্য হিসেবে প্রতিভাত হতো না।

শে'বে আবি তালিবে যখন অবরোধের তৃতীয় বছর প্রায় পূর্ণ হতে যাচ্ছিল তখন আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে অবহিত হয়ে মহানবী (সা.) তাঁর চাচা আবু তালিবকে বলেন, বনু হাশিমের বয়কটের যে চুক্তিপত্র কা'বাগৃহে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত তার সমস্ত লেখাই উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে। মহানবী (সা.)-এর কথার প্রতি হযরত আবু তালিবের এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁর ভাইদের কাছে এ কথা উল্লেখ করে বলেন, মুহাম্মদ (সা.) কখনও আমার সঙ্গে মিথ্যা বলেনি। অতঃপর তিনি তাঁদের নিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে যান এবং বলেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে এ সংবাদ দিয়েছে এবং সে কখনও আমার কাছে মিথ্যা বলে না। কাজেই, যদি তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তবে তোমাদের এই বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে আর যদি সে মিথ্যা সাব্যস্ত হয়, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব। তোমরা ইচ্ছা করলে তাঁকে হত্যা করো আর ইচ্ছা করলে জীবিত রেখো। কাফিররা তাঁর কথায় সম্মত হয়ে যখন চুক্তিপত্রটি দেখতে যায় তখন তা ঠিক সেভাবেই পাওয়া যায় যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছিলেন। ফলে কুরাইশরা তাদের স্বজাতির সামনে লজ্জিত হয়ে পড়ে।

আবু জেহেল ছিল মুহাম্মদ (সা.)-এর চরমতম শত্রু। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, সেই আবু জেহেলও একদা বলতে বাধ্য হয়েছিল, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না, বরং তুমি যে শিক্ষা (ধর্ম) নিয়ে এসেছ আমরা কেবল সেটিকে অস্বীকার করি। অর্থাৎ, আবু জেহেলের ন্যায় ঘোরতর শত্রু এবং কলুষিত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিও মহানবী (সা.)-কে ব্যক্তিগতভাবে মিথ্যাবাদী বলার সাহস পায়নি।

উমাইয়া ইবনে খালফও ছিল ইসলামের এক কট্টর বিরোধী। কিন্তু এক পর্যায়ে তার মুখ থেকেও এই শব্দগুলো বেরিয়ে এসেছিল, আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ যখন কথা বলে, সত্যই বলে; কখনো মিথ্যা বলে না। কথিত আছে, 'জাদু তা-ই যা মাথার ওপর চড়ে কথা বলে'। এটি মহানবী (সা.)-এর চরিত্রের কেমন অনন্য জাদু (মাহাত্ম্য) যে, তিনি তাঁর ঘোর শত্রুদের মুখ থেকেও নিজের সততা ও সত্যবাদিতার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলেন!

মদিনার ইহুদিদের পক্ষ থেকেও তাঁর সততার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মুসলমানদের সাথে ইহুদি গোত্র 'বনু কুরাইযা'র পারস্পরিক সহযোগিতার এক চুক্তি ছিল। খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু নাযিরের সর্দার হুয়াই ইবনে

আখতাব বনু কুরাইযার সর্দার কা'ব ইবনে আসাদ কুরাযির কাছে গেল। সে কা'বকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করল যেন তারা মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাহায্য করে এবং মুসলমানদের পরাজিত করে। এই চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে বনু কুরাইযার সরদার ও মুসলমানদের শত্রু কা'ব ইবনে আসাদ বলে উঠল, আমি মুহাম্মদের (সা.) সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আমি কোনোভাবেই এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না। আমি তাঁর মাঝে আমানতদারি ও সততা ব্যতীত আর কিছুই দেখিনি।

মহানবী (সা.) এক উপলক্ষ্যে বলেছেন, "আমি অবশ্যই রসিকতা করি, কিন্তু তাতেও আমি কেবল সত্য কথাই বলি।" তিনি (সা.) আরও বলেছেন, "পরিতাপ সেই ব্যক্তির জন্য, যে মানুষকে হাসানোর জন্য কথা বলে এবং তাতে মিথ্যা বলে।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত মর্যাদা সত্যের ক্ষেত্রে এতই উচ্চমার্গের ছিল যে, তাঁর জাতি তাঁকে সিদ্দীক নামেই অভিহিত করত। তিনি (সা.) সর্বদা তাঁর অনুসারীদেরকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রায়ই বলতেন, সত্যই মানুষকে পুণ্যের পথে পরিচালিত করে এবং এই পুণ্যই মানুষকে জান্নাতের চিরস্থায়ী ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। আর সত্যের প্রকৃত মহিমা এই যে, মানুষ যখন নিরন্তর সত্য বলতে থাকে এবং সত্যের ওপর অবিচল থাকে, তখন একপর্যায়ে খোদ আল্লাহ্‌র দরবারেও তাকে 'সিদ্দিক' হিসেবে কবুল করে নেওয়া হয়।

হুযূর (আই.) বলেন, এখন প্রত্যেক আহ্‌মদীকে নিজেদের সত্যবাদিতার মানদণ্ড নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করা এবং যেসব দুর্বলতা রয়েছে তা দূর করার চেষ্টা করা উচিত।

পরিশেষে হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত মির্যা নাসীম আহ্‌মদ সাহেবের সহধর্মিণী মোহতরমা শাহিদা আহ্‌মদ সাহেবার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

17 April 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in